এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।

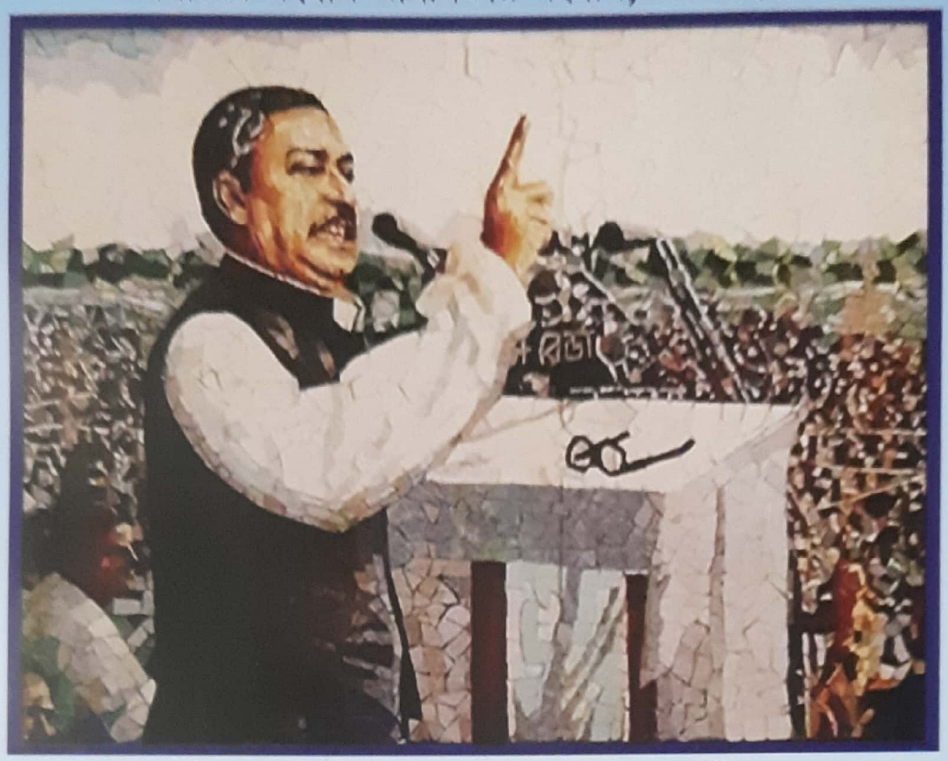

ইউনেস্কো স্বীকৃত এ ভাষণ শোষিত, বঞ্চিত
মুক্তিকামীদের প্রেরণা জোগাবে অনন্তকাল

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্বাধীনতা ভবন

৮৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.bffwt.gov.bd

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ আমাদের অহংকার। আর এ অহংকারের যিনি মহানায়ক তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে আজ বাংলা পেয়েছে দেশ, আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা, জাতি পেয়েছে ভূখন্ড।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ইতিহাস:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যদের কল্যাণ সাধনকল্পে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৯টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৮টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ঢাকাস্থ এলিফ্যান্ট রোডে অস্থায়ী কার্যালয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে এলিফ্যান্ট রোড থেকে অস্থায়ী কার্যালয়টি ৮৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব 'স্বাধীনতা ভবন' এ স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৮ সালে আরও ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টকে প্রদান করা হয়। এছাড়া ট্রাস্ট নিজস্ব উদ্যোগে ৩টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ট্রাস্টের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/প্লট সংখ্যা ৩২টি। মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৪/১৯৭২ বলে গঠিত বাংলাদেশ

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং অন্যান্য সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনকল্পে উক্ত আইন পরিমার্জনপূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮ নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ ট্রাস্টি বোর্ড। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ চালুকরণ, বিকল্প ব্যবহারসহ সার্বিক তদারকির জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে।

ভিশন:

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া।

মিশন:

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

ট্রাস্টের কার্যাবলি:

- যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;
- যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানী ভাতা, রেশন সুবিধাসহ উৎসব ভাতা প্রদান;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান;

- যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ ব্যবস্থাপনা;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/শহিদ পরিবার/খেতাবপ্রাপ্ত এবং মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সুবিধাভোগী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;
- ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ, সংরক্ষণ; এবং
- ট্রাস্টের তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদেয় সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য:

(ক) উৎসব ভাতাদি:

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০১/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক সম্মানী ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত হারে ও শর্তে উৎসব ভাতাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ	উৎসব ভাতা (০২টি)	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধু জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রাপ্য)	বাংলা নববর্ষ ভাতা	শর্ত
০১	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	১০,০০০/- টাকা হারে	৫,০০০/-	২,০০০/-	
০২	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	৫,০০০/-	২,০০০/-	
০৩	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	-	২,০০০/-	
০৪	০৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	-	২,০০০/-	১০,০০০/-টাকা হারে ২টি উৎসব ভাতা বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(খ) যুদ্ধাহতের মাত্রা অনুযায়ী সম্মানী ভাতা:

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	বিবরণ	শ্রেণি	সংখ্যা (জন)	মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার পরিমাণ
০১	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	'এ' (পঙ্গুত্ব ৯৬% - ১০০%)	৫২	৪৫,০০০/-
		'বি' (পঙ্গুত্ব ৬১% - ৯৫%)	৭২১	৩৫,০০০/-
		'সি' (পঙ্গুত্ব ২০% - ৬০%)	২৭৩২	৩০,০০০/-
		'ডি' (পঙ্গুত্ব ০১% - ১৯%)	৩৩১৭	২৭,০০০/-
০২	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার		৫১৬৮	৩০,০০০/-
০৩	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	বীরশ্রেষ্ঠ	৭	৩৫,০০০/-
		বীর উত্তম	৬৬	২৫,০০০/-
		বীর বিক্রম	১৭২	২০,০০০/-
		বীর প্রতীক	৪২৫	২০,০০০/-
		সর্বমোট	১২৬৬০	

(গ) যুদ্ধাহত/মৃত যুদ্ধাহত/শহিদ/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

০১	শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান)	:	বার্ষিক প্রতি সন্তান ১৬০০/- টাকা।
০২	বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা)	:	প্রতি কন্যা ১৯,২০০/- টাকা (এককালীন)।
০৩	ঈদ বোনাস ২টি	:	মূল ভাতার সমপরিমাণ।
০৪	(ক) দেশে চিকিৎসা খরচ	:	২০% ও তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ট্রাস্টের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পেয়ে থাকেন।
	(খ) বিদেশে চিকিৎসা খরচ	:	২০% ও তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্বাহকৃত ব্যয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮.০০ (আট) লক্ষ টাকা।
০৫	কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ চলাচলের জন্য মটরাইজড হুইল চেয়ার, ক্রাচ, লাঠি, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জুতা-মোজা, শ্রবণ যন্ত্র, চশমা ইত্যাদি পেয়ে থাকেন।
০৬	আবহাওয়া পরিবর্তন	:	হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য বৎসরে একবার কক্সবাজারে আবহাওয়া পরিবর্তন/ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।
০৭	বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন	:	ঢাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁদের পরিবার এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজন করা হয়।
০৮	জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য দিবস পালন	:	প্রতি বছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, মহান বিজয় দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও মুজিবনগর দিবসসহ অন্যান্য দিবস পালন করা হয়।
০৯	মৃতদেহ দাফন/সৎকার	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করলে মৃতদেহ দাফন/সৎকারের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।
১০	পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন বিল মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানির বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।
১১	বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।
১২	হুইল চেয়ারধারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মোবাইল ফোন ও সেবা	:	চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রাস্ট থেকে মোবাইল ফোন দেয়া হয়েছে। এজন্য তাঁরা মাসিক ১১০০/- টাকা পর্যন্ত মোবাইল ভাতা সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন।
১৩	পথ্য বিল	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পথ্য বিল বাবদ মাসিক ৩,১২২/- টাকা হারে পথ্য বিল প্রদান করা হচ্ছে।
১৪	পরিচয়পত্র	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের (২০% থেকে তদুর্ধ্ব) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। উক্ত পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে নিম্নরূপ সুবিধাসমূহ প্রাপ্য হবেন: (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে: প্রথম শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; (২) বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ প্রতি রুটে এবং আন্তর্জাতিক যে কোন রুটে (ইকোনমি ক্লাস) বছরে দুইবার যাতায়াত; (৩) বিআরটিসি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; (৪) বিআইডব্লিউটিসি-এর জলযানে প্রথম শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; (৫) সওজ-এর আওতাধীন সেতু পারাপারে গাড়ির টোল মওকুফ; (৬) বিআইডব্লিউটিসি-এর ফেরিতে প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও এ্যাম্বুলেন্স বিনা ভাড়ায় পারাপার এবং ভিআইপি কেবিনে ভ্রমণ; (৭) পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল ও মোটেলে স্ব-পরিবারে ০২ (দুই) রাত বিনা ভাড়ায় বছরে একবার থাকা; এবং (৮) জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ডাক বাংলোতে স্ব-পরিবারে বিনা ভাড়ায় ৪৮ ঘন্টা অবস্থান;
১৫	গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার জানুয়ারি/২০০০ হতে ০২ বার্ণারের ০১ চুলার বিল এবং ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।
১৬	ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ	:	বিনামূল্যে ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ প্রদানের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ গজনবি রোডে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ নির্মাণ করা হয়েছে। খালি সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(ঘ) রেশন সুবিধা:

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতাভোগী সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার এবং অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়। মাসিক রেশন সামগ্রী প্রাপ্যতার হার নিম্নরূপ:

রেশন সামগ্রীর নাম	১ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	২ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	৩ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)	৪ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)
চাউল সিদ্ধ/আতপ	১১	২০	৩০	৩৫
আটা	১২	২০	২৫	৩০
চিনি	১.৭৫	৩	৪	৫
ভোজ্য তেল	২.৫	৪.৫	৬	৮
ডাল	৩.৫	৫.৫	৭	৮

বি:দ্র: যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে ১-১-১৯৭৩ হতে ৩০-১১-১৯৮৭ পর্যন্ত দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩১-১২-১৯৮৭ হতে ২২-১০-২০০১ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং ২৩-১০-২০০১ হতে অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

(ঙ) বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি:

বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি নীতিমালা-২০১২ এর আওতায় প্রতিবছর ৬০০ জনকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। গত ০৬ বছর ৩,৪৫৭ জন সাধারণ শিক্ষায় এবং ৫২৫ জন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী এবং ০৩ জন পিএইচডি গবেষকসহ মোট ৩,৯৮৫ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা:

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, অবস্থান ও জমির পরিমাণ	বর্তমান অবস্থা
	ঢাকা জেলা	
০১	স্বাধীনতা ভবন (প্রধান কার্যালয়) ৮৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১৩.০০ শতক	পাঁচ তলা ভবন। প্রধান কার্যালয় অবস্থিত
০২	গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স (পুরাতন নাম: গুলিস্তান ও নাজ সিনেমা হল), ০২ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬১.৪০ শতক	গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সে ০৯ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সে ১০৭৪টি দোকান/স্পেস রয়েছে।
০৩	মডেল কমপ্লেক্স ১২, ২৭-৩২ মদন পাল লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২৮.৮০ শতক	০১টি বেইজমেন্টসহ ০৬ তলা বিশিষ্ট মার্কেট। মোট ৩৬৯টি দোকান রয়েছে।
	মডেল মিনি মার্কেট ১২, ২৭-৩২ মদন পাল লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৪.৮০ শতক	০৪ তলা বিশিষ্ট মার্কেট। মোট ২৯টি দোকান রয়েছে।
০৪	পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন ৪৭ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১১.০৮ শতক	পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন ট্রাস্টের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।
০৫	মুন কমপ্লেক্স ১১ ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬২.০০ শতক	নির্মাণ কাজ চলমান

০৬	মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ ১/১, ১/২, ১/৩ গজনবি রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬৯.৭০ শতক	যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জন্য সরকারি অর্থায়নে ০২টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে ৮৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ৭৪টি দোকান রয়েছে।
০৭	১/৬ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২০.২০ শতক	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান।
০৮	রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস) ৪৩, ৪৩/১, ৪৩/২ ও ৪৩/৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৩.৮২ একর	রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেটে মোট দোকানের সংখ্যা ১,৭৯৫টি (রাজধানী-১৬৪১টি; নিউ রাজধানী-১৫৪টি)।
০৯	অফিস বাড়ি (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) ৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২৬.৯৫ শতক	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
১০	স্কুল বাড়ি, (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) ২৯/২কেএম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১৪.০০ শতক	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
১১	৩নং শ্রমিক কলোনি, (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) ২৯/৪ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২৯.৩৬ শতক	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
১২	৪নং শ্রমিক কলোনি (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) ২৮/২ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ৪৫.৯৬ শতক	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
১৩	মিমি চকলেট লি: ২৫৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-১.০০ একর	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	পুরাতন তাবানি (প্রস্তাবিত মুক্তিযুদ্ধ ভবন) (মিরপুরস্থ তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ এর জায়গা) ২৫৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১.০০ একর	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর অফিসের জন্য সরকারি অর্থায়নে বহুতল ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১৫	সিরকো সোপ এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ২৭৩-৭৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২.০০ একর	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
১৬	মেটাল প্যাকেজেস লিঃ ১৫৫-১৫৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২.০০ একর	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
১৭	তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ ৪৭৪, চিড়িয়াখানা সড়ক, মিরপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ৭.২৫ একর	ভাড়ায় পরিচালিত।
১৮	আবাসিক সিটি বিজয় নিকেতন (পুরাতন নামঃ পারুমা (ইস্টার্ণ) লিঃ) ১২১ করিমুল্লারবাগ, পোস্তগোলা, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ৪.২৩ একর	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গাজীপুর জেলা		
১৯	ইউনাইটেড টোবাকো কোম্পানি লিঃ (ইউটিসি), বোর্ডবাজার, গাজীপুর। জমির পরিমাণ- ১.১০ একর	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
২০	বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ (হাইসন্স) ১০২ টঙ্গি শিল্প এলাকা, গাজীপুর। জমির পরিমাণ- ১.৭৭ একর	বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
২১	কুনিয়া মৌজার জমি, গাজীপুর। ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত। জমির পরিমাণ- ২.৬৮ একর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনকে ৩(তিন) বছরের জন্য ভাড়া দেয়া হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জ জেলা		
২২	১৫০ ও ১৫২ বি,কে রোড,ভগবানগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা), নিতাইগঞ্জ। জমির পরিমাণ- ৩৪.০০ শতক	মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া আছে। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে।
২৩	৯-১০ পুরাতন ব্যাংক রোড, ডালপট্টি, নারায়নগঞ্জ। (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) জমির পরিমাণ- ১.১১ একর	মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া আছে। বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।
২৪	মদনগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) জমির পরিমাণ- ৩.১৯ একর	জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে মামলা মোকদ্দমা রয়েছে।
চট্টগ্রাম জেলা		
২৫	ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম জমির পরিমাণ- ১০.০১ একর	মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া আছে।
২৬	পাহাড়ী জমি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা) জমির পরিমাণ- ১৫.০০ একর	বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো আছে।
২৭	জয় বাংলা বাণিজ্যিক ভবন, (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা) ৩৬ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ- ২৪.০৯ শতক।	১৭ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া আছে।
২৮	টাওয়ার-৭১, (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা) ৭১ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ- ১৯.২৭ শতক।	২৫ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া আছে।
২৯	মাল্টিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট ২০ মোহরা শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ- ৫.০৬ একর	মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া আছে।
৩০	বাক্সলি পেইন্টস লিঃ ২১৫-২১৬ নাসিরাবাদ শি/এ, চট্টগ্রাম জমির পরিমাণ- ১.৯৩২৫ একর।	ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ০৪ টি ওয়্যারহাউস নির্মাণ করে ভাড়া দেয়া হয়েছে। আরও ২টি ওয়্যার হাউস নির্মাণ কাজ চলমান।
৩১	দেলোয়ার পিকচার্স লিঃ ১০৩৮ চট্টেশ্বরি রোড, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ- ৬৫.৯৯ শতক।	বহুতল ভবন নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩২	মেটাল প্যাকেজ (তেজগাঁওস্থ মেটাল প্যাকেজের জায়গা) ৪০/৪১ নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম জমির পরিমাণ- ২.০০ একর।	আদালতে মামলা চলমান।